



294861 - দুনিয়াবী কোন বিষয় হাছলিরে জন্য কোন নকে আমল দিয়ে ওসলিা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলে সেই আমলের নকী ককমে যাবে?

প্রশ্ন

খাঁটিনকে আমলের ওসলিা দিয়ে দোয়া করলে সেই দোয়া কবুলরে কথা উদ্ধৃত হয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো: যদি কোন মানুষ তার কোন নকে আমলের ওসলিা দিয়ে তার প্রভুর কাছে দোয়া করে; তাহলে এর মাধ্যমে কিসে তার নকে আমলের প্রতদিন দুনিয়াতে পয়ে গলে; নাকি কয়ামতরে দনি তাকে সওয়াব দোয়া হবে? অনুরূপভাবে একই নকে আমল দিয়ে একাধিকবার কি দোয়া করা যায়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

নকে আমল দিয়ে আল্লাহর কাছে ওসলিা দোয়া মুস্তাহাব এবং এটি কবুলরে সম্ভাবনাময়; যমেনটি গুহাবাসীদরে ঘটনায় উদ্ধৃত হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

“আর আল্লাহর নরিদশেতি নকে আমলের মাধ্যমে তাঁর কাছে ওসলিা দোয়া ও তাঁর অভিমুখী হওয়া; গুহাতে আশ্রয় নয়ো ঐ তনি ব্যক্তরি দোয়ার মত যারা তাদরে নকে দিয়ে, নবী ও নকেকারদরে দোয়া ও শাফায়াত দিয়ে ওসলিা দিয়েছিলেন— এ ব্যাপারে কোন মতভদে নহে। বরং এটি আল্লাহর এ বাণীতে আদেশকৃত ওসলিা গ্রহণরে অন্তর্ভুক্ত। তনি বলেন: “হে ঈমানদাররো! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর নকৈট্য লাভরে জন্য ওসলিা অনুসন্ধান কর।” [সূরা মায়দি, আয়াত: ৩৫] এবং তাঁর বাণী: “তারা যাদরেকে ডাকে তারাই তও তাদরে রবরে নকৈট্য লাভরে ওসলিা সন্ধান করে যে, তাদরে মধ্য কে কত নকিটতর হতে পারে এবং তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তকি ভয় করে।” [সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৫৭]

আল্লাহর কাছে ওসলিা সন্ধান করা: অর্থাত্ যটোর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ও নকিটে পটৌছা যাবে; সটৌ কল্যাণ আনয়ন ও অকল্যাণ প্রতরিোধরে উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর ইবাদত, আনুগত্য ও নরিদশে পালনরে ভিত্তিতে হোক কিংবা তাঁকে ডাকা, তাঁর কাছে আশ্রয় চওয়ার মাধ্যমে হোক।” [ইক্বতযিয়াউস সরিতলি মুস্তাকীম (২/৩১২)]



দুই:

নকে আমলরে মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ওসলিা দয়ো এটি ঐ নকে আমলরে সওয়াব কমাবে না; চাই সটো কোন দুনিয়াবী বিষয় হাছলিরে জন্য ওসলিা দয়ো হোক কথিবা আখরিাতরে বিষয় হাছলিরে জন্য ওসলিা দয়ো হোক। কনেনা সটেই একটা নকে আমল; যা নকৈট্‌য় হিসেবে পালতি হয়ছে, এর মাধ্যমে দুনিয়াবী কছিকু উদ্দেশ্য করা হয়নি।

শাইখ আব্দুর রহমান আল-বার্বাককে জিজ্ঞেসে করা হয়ছিলি:

নকে আমলরে মাধ্যমে ওসলিা দান কিসেই আমলরে সওয়াবকে কময়ি ফলেবে?

জবাবে তিনি বলনে: নকে আমলরে মাধ্যমে ওসলিা দয়ো অর্থাৎ নকে আমলরে মাধ্যমে দয়োতে ওসলিা দয়ো— এটি আখরিাতরে উক্ত নকে আমলরে সওয়াব কমাবে না। কনেনা আল্লাহ তাআলা নকে আমলকে দুনিয়া ও আখরিাতরে সুখরে উপকরণ বানয়িছেনে। তিনি বলনে: “আর যবে ব্যক্তি আল্লাহ ভীতি অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য তার বিষয়কে সহজ করে দনে।” [সূরা ত্বালাক্ব, আয়াত: ৪] তিনি আরও বলনে: “আর যবে ব্যক্তি আল্লাহ ভীতি অবলম্বন করে তিনি তার পাপসমূহ মচোন করে দনে এবং তাকে মহাপুরস্কার দনে।” [সূরা ত্বালাক্ব, আয়াত: ৫] তিনি আরও বলনে: “আর যবে কেউ আল্লাহ ভীতি অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য (উত্তরণরে) পথ করে দনে এবং তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রযিকি দনে।” [সূরা ত্বালাক্ব, আয়াত: ২-৩]।

ব্যাপক অর্থবোধক দয়োার মধ্যবে এসছে:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(হে আমাদরে প্রভু! আমাদরেকে দুনিয়াতে কল্যাণ দনি এবং আখরিাততেও কল্যাণ দনি এবং আমাদরেকে জাহান্নামরে শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।) [সূরা বাকারা, আয়াত: ২০১]

তিনি তাঁর খললি ইব্রাহিমি আলাইহিসি সালামরে ব্যাপারে বলনে:

وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

(আর আমরা তাঁকে দুনিয়াতে কল্যাণ দয়িছেলিাম এবং নশ্চয় তিনি আখরিাততে সৎকর্মপরায়ণদরে দলভুক্ত) [সূরা নাহল, আয়াত: ১২২]

কনিত্তু একজন মুসলমিরে কর্তব্য আখরিাততে সওয়াবপ্রাপ্তিরি জন্য নকে আমল করা। কনেনা আখরিাতই হলো মহান লক্ষ্য। এর সাথে নকে আমলকারীদরেকে আল্লাহ তাআলা সহজায়ন ও রযিকি প্রশস্ততার যবে প্রতশিবুতি দয়িছেনে সেই আশা রাখা।



কোন মানুষেরে জন্য এটি জায়গে নয় য়ে, নকে আমলরে মাধ্যমে তার চন্িতাচতেনা ও উদ্দেশ্য হব্বে কবেল দুনিয়াবী কল্যাণ লাভ; আখরিতরে সওয়াবপ্রাপ্তি ব্যতিরেকে। কনেনা আল্লাহ্ তাআলা সবে সব ব্যক্তদিরে নন্দি কৰছেনে যারা বল্বে: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا (হে আমাদরে প্রভু, আমাদরেকে দুনিয়াতে দনি)। তনি বল্বে:

فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ

(মানুষরে মধ্যে যারা বল্বে: ‘হে আমাদরে প্রভু! আমাদরেকে দুনিয়াতেই দনি’। আখরিতে তার জন্য কোনও অংশ নহে।)[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২০০]

তনি আরও বল্বে:

مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا

(কটে আশু সুখ-সম্ভোগে কামনা করলে আমরা যাকে যা ইচ্ছাে এখানহে সত্বেবর দিয়ে থাকি; পরে তার জন্য জাহান্নাম নর্ধারতি করি যখনে সবে শাস্তিতে দগ্ধ হব্বে নন্দিতি ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায়। আর যারা মুমনি হয়ে আখরিতে কামনা করে এবং সটোর জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদরে প্রচেষ্টা পুরস্কারযোগ্য।)[সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ১৮-১৯]

আল্লাহ্ তাআলা জানিয়েছেনে: তনি চান তারা যনে আখরিতকে চায়। তনি বল্বে:

تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ

(তোমরা কামনা কর পার্থবি সম্পদ এবং আল্লাহ্ চান আখরিতে)[সূরা আনফাল, আয়াত: ৬৭]

তনি আরও বল্বে:

مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

(কটে দুনিয়ার পুরস্কার চাইলে তব্বে সবে জনে রাখুক; দুনিয়া ও আখরিতরে পুরস্কার আল্লাহর কাছহে রয়েছে। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।)[সূরা নসিা, আয়াত: ১৩৪] আল্লাহ্ই সর্ববজ্ঞঃ। ফাতাওয়া আল-ইসলাম আল-ইয়াওম থেকে সমাপ্ত:

<https://goo.gl/QV29ci>

পক্বান্তরে, যবে ব্যক্তি নকে আমল করে আর শুরু থেকেই নয়িত থাকে দুনিয়া কথিবা ইচ্ছা থাকে যবে, পরবর্তীতে এর মাধ্যমে সবে দুনিয়া হাছলিরে জন্য ওসলি দবিবে; তাহলে এমন ব্যক্তির দুনিয়াপ্রাপ্তির নয়িত ও উদ্দেশ্য আখরিতরে সওয়াবরে নয়িতকে



যতটুকু ক্షতগিরস্ত করবে ততটুকু তার সওয়াবে ঘাটতি হওয়া প্রতীয়মান হয়।

তনি:

কোন একটিনকে আমল দিয়ে একাধিকবার আল্লাহর কাছে ওসলিা দতিে আপত্তিনেই। কেনেনা সটে শরয়িত অনুমোদতি দোয়া, আল্লাহর নকৈট্য অর্জন এবং আল্লাহর এ বাণীর উপর আমল: “হে ঈমানদাররো! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর নকৈট্য লাভরে জন্য ওসলিা অনুসন্ধান কর। আর তাঁর রাস্তায় জহিাদ কর। যাতে করে তোমরা সফলকাম হতে পার।”[সূরা মায়দি, আয়াত: ৩৫]

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, তনি যনে আমাদরে ও আপনার আমলগুলো কবুল করে ননে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।